https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1581062/%C3%A0%C2%A7%C2%A8-%C3%A0%C2%A6%C2%AA%C3%A0%C2%A7%C2%81%C3%A0%C2%A6%C2%B2%C3%A0%C2%A6%C2%BF%C3%A0%C2%A6%C2%B6%C3%A0%C2%A6%C2%B8%C3%A0%C2%A6%C2%B9-%C3%A0%C2%A7%C2%AB-%C3%A0%C2%A6%C2%9C%C3%A0%C2%A6%C2%A8%C3%A0%C2%A7%C2%87%C3%A0%C2%A6%C2%B0-%C3%A0%C2%A6%C2%AC%C3%A0%C2%A6%C2%BF%C3%A0%C2%A6%C2%B0%C3%A0%C2%A7%C2%81%C3%A0%C2%A6%C2%A6%C3%A0%C2%A7%C2%8D%C3%A0%C2%A6%C2%A7%C3%A0%C2%A7%C2%87-%C3%A0%C2%A6%C2%AE%C3%A0%C2%A6%C2%BE%C3%A0%C2%A6%C2%AE%C3%A0%C2%A6%C2%B2%C3%A0%C2%A6%C2%BE-%C3%A0%C2%A6%C2%9A%C3%A0%C2%A6%C2%B2%C3%A0%C2%A6%C2%AC%C3%A0%C2%A7%C2%87

প্রথম আলো নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ১৮:৪৬, আপডেট: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ১৯:১১

হাজতে পিটিয়ে হত্যা

৩ পুলিশসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলবে

প্রায় পাঁচ বছর আগে পল্লবী এলাকার ইশতিয়াক হোসেনকে (জনি) থানায় এনে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগে করা মামলাটি চলতে আর আইনগত বাধা নেই। নির্যাতনের অভিযোগে পল্লবী থানার তৎকালীন তিন পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়।

ওই মামলা বাতিল চেয়ে দুই আসামির (পুলিশ কর্মকর্তা) করা আবেদন খারিজ (রুল ডিসচার্জ) করে আজ বুধবার বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

একই সঙ্গে ওই মামলার কার্যক্রমে ইতিপূর্বে দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে হাইকোর্ট বলেছেন, আইনে নির্ধারিত ১৮০ দিনের মধ্যে মামলাটির বিচারকাজ শেষ করতে হবে।

হাইকোর্টে মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন করেন পল্লবী থানার তৎকালীন এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান। আদালতে তাঁদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান। বাদী পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী এস এম রেজাউল করিম ও বদিউজ্জামান তপাদার। মামলার বাদী নিহতের ভাই ইমতিয়াজ হোসেনকে আইনগত সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।

আইনজীবী বদিউজ্জামান তপাদার প্রথম আলোকে বলেন, অভিযোগ গঠনের পর মামলাটি বাতিল চেয়ে পল্লবী থানার তৎকালীন এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান হাইকোর্টে আবেদন করেন। এর শুনানি নিয়ে গত বছরের মার্চে হাইকোর্ট রুল দিয়ে মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত করেন। আজ হাইকোর্ট রুল খারিজ করে মামলার কার্যক্রমে দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

করেছেন। ফলে পুলিশের ওই কর্মকর্তাসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতে মামলার কার্যক্রম চলতে আইনগত কোনো বাধা নেই। মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান তিনি।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সেকশন-১১, ব্লক-বি ইরানি ক্যাম্পের বাসিন্দা মো. সাদেকের ছেলে মো. বিল্লালের গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানে পুলিশের সোর্স সুমন মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। এ সময় সেখানে থাকা ইশতিয়াক হোসেন ও তাঁর ভাই ইমতিয়াজ হোসেনকে চলে যেতে বলেন। এ নিয়ে সুমনের সঙ্গে দুই ভাইয়ের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে সুমনের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে দুই ভাইকে থানায় নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে দুই ভাইকে নির্যাতন করা হয়। এ সময় ইশতিয়াকের অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে ন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় ২০১৪ সালের ৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে ইশতিয়াকের ভাই ইমতিয়াজ পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমানসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় আসামি করা হয় তৎকালীন পল্লবী থানার এসআই জাহিদুর রহমান জাহিদ, আবদুল বাতেন, রাশেদ, শোভন কুমার সাহা ও কনস্টেবল নজরুল, সোর্স সুমন ও রাসেলকে। আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর হাকিম মারুফ হোসেন তদন্ত প্রতিবেদন দেন। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে পাঁচজনকে অভিযুক্ত এবং পাঁচজনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়। তদন্তকালে পুলিশের এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামানকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ওই মামলায় ২০১৬ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার মহানগর দায়রা জজ কামরুল হোসেন মোল্লা পাঁচ আসামি বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। অভিযোগপত্রভুক্ত আসামিরা হলেন পল্লবী থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুর রহমান (জাহিদ), এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান (মিন্টু) এবং পুলিশের তথ্যদাতা (সোর্স) সুমন ও রাশেদ। আসামিরা এখন জামিনে আছেন বলে জানান আইনজীবী বদিউজ্জামান তপাদার।

https://www.jagonews24.com/law-courts/news/484216

Jagonews24.com
নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রকাশিত: ০৩:১৭ এএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

থানায় পিটিয়ে হত্যা : ৩ পুলিশসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলবে

ইশতিয়াক হোসেন জনি নামে একজনকে থানায় নিয়ে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগে মিরপুরের পল্লবী থানার তৎকালীন তিন পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে করা মামলা বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

একইসঙ্গে ওই মামলার কার্যক্রমে ইতিপূর্বে দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আদালত। ফলে আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

মামলার দুই আসামির জামিন নিয়ে জারি করা রুলের শুনানি শেষে বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেন।

আদালতে আসামিপক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান। অন্যদিকে বাদীপক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী এস এম রেজাউল করিম ও বদিউজ্জামান তপাদার।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পল্লবীর সেকশন-১১, ব্লক-বি ইরানি ক্যাম্পের বাসিন্দা মো. সাদেকের ছেলে মো. বিল্লালের গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন পুলিশের সোর্স সুমন মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। এ সময় সেখানে থাকা ইশতিয়াক হোসেন ও তার ভাই ইমতিয়াজ হোসেনকে চলে যেতে বলা হয়। এ নিয়ে সুমনের সঙ্গে দুই ভাইয়ের বাগবিতণ্ডা বাধে।

পরে সুমনের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে দুই ভাইকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। থানায় দুই ভাইয়ের ওপর চলে অমানবিক নির্যাতন। ইশতিয়াকের অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় ২০১৪ সালের ৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে ইশতিয়াকের ভাই ইমতিয়াজ পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমানসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় অপর আসামিরা হলেন- পল্লবী থানার তৎকালীন এসআই জাহিদুর রহমান জাহিদ, আবদুল বাতেন, রাশেদ, শোভন কুমার সাহা ও কনস্টেবল নজরুল, সোর্স সুমন ও রাসেল।

এরপর আদালত মামলাটির বিচারবিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেন। বিচারবিভাগীয় তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর হাকিম মারুফ হোসেন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে পাঁচজনকে অভিযুক্ত এবং পাঁচজনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়। এরপর তদন্তকালে পুলিশের এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামানকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ওই মামলায় ২০১৬ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার মহানগর দায়রা জজ কামরুল হোসেন মোল্লা পাঁচ আসামি বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। অভিযোগপত্রভুক্ত আসামিরা হলেন পল্লবী থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুর রহমান (জাহিদ), এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান (মিনটু) এবং পুলিশের সোর্স সুমন ও রাশেদ। আসামিরা এখন জামিনে আছেন বলে জানান আইনজীবী বদিউজ্জামান তপাদার।

অভিযোগ গঠনের পর মামলাটি বাতিল চেয়ে পল্লবী থানার তৎকালীন এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান হাইকোর্টে আবেদন করেন। এর শুনানি নিয়ে গত বছরের মার্চে হাইকোর্ট রুল দিয়ে মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত করেন।

এরপর বুধবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্ট রুল খারিজ করে মামলার কার্যক্রমে দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেন। ফলে, পুলিশের ওই কর্মকর্তাসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতে মামলা চলতে আইনগত কোনো বাধা নেই। মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।

HTTPS://UNB.COM.BD/BANGLA/CATEGORY/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE:-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AB-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87/7735

-
- ইউ.এন.বি নিউজ, FEBRUARY 27, 2019, 09:34 PM,

হাজতে পিটিয়ে হত্যা: তিন পুলিশসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলবে

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (ইউএনবি)- প্রায় পাঁচ বছর আগে পল্লবী এলাকার ইশতিয়াক হোসেনকে (জনি) থানায় এনে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগে পল্লবী থানার তৎকালীন তিন পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে করা মামলাটির বিচার চলতে আর আইনগত বাধা নেই।

ওই মামলা বাতিল চেয়ে দুই আসামির (পুলিশ কর্মকর্তা) করা আবেদন খারিজ করে বুধবার বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ এ রায় দেন। একই সঙ্গে ওই মামলার কার্যক্রমে ইতিপূর্বে দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে হাইকোর্ট বলেছে, আইনে নির্ধারিত ১৮০ দিনের মধ্যে মামলাটির বিচারকাজ শেষ করতে হবে।

জানা যায়, ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সেকশন-১১, ব্লক-বি ইরানি ক্যাম্পের বাসিন্দা মো. সাদেকের ছেলে মো. বিল্লালের গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানে পুলিশের সোর্স সুমন মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন।

এ সময় সেখানে থাকা ইশতিয়াক হোসেন ও তার ভাই ইমতিয়াজ হোসেনকে চলে যেতে বলেন। এ নিয়ে সুমনের সঙ্গে দুই ভাইয়ের বাক-বিতণ্ডা হয়। পরে সুমনের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে দুই ভাইকে থানায় নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে দুই ভাইকে নির্যাতন করা হয়।এ সময় ইশতিয়াকের অবস্থা

খারাপ হলে তাকে ন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় ২০১৪ সালের ৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে ইশতিয়াকের ভাই ইমতিয়াজ পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমানসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় ২০১৬ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার মহানগর দায়রা জজ কামরুল হোসেন মোল্লা পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

অভিযোগপত্রভুক্ত আসামিরা হলেন- পল্লবী থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুর রহমান (জাহিদ), এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান (মিন্টু) এবং পুলিশের তথ্যদাতা (সোর্স) সুমন ও রাশেদ।

অভিযোগ গঠনের পর হাইকোর্টে মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন করেন পল্লবী থানার তৎকালীন এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান। বুধবার তাদের আবেদন খারিজ করে রায় দেয় হাইকোর্ট।

https://www.dailyinqilab.com/article/189547/%E0%A7%A9-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AB-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87

ইনকিলাব THE DAILY INQILAB স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, ১২:৩৮ এএম

৩ পুলিশসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলতে বাধা নেই

হাজতে পিটিয়ে হত্যা:

প্রায় পাঁচ বছর আগে পল্লবী এলাকার ইশতিয়াক হোসেনকে (জনি) থানায় এনে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগে করা মামলাটি চলতে আর আইনগত বাধা নেই। নির্যাতনের অভিযোগে পল্লবী থানার তৎকালীন তিন পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। ওই মামলা বাতিল চেয়ে দুই আসামির (পুলিশ কর্মকর্তা) করা আবেদন খারিজ (রুল ডিসচার্জ) করে গতকাল বুধবার বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেন। একইসঙ্গে মামলার কার্যক্রমে ইতোপূর্বে দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে হাইকোর্ট বলেছেন, আইনে নির্ধারিত ১৮০ দিনের মধ্যে মামলাটির বিচারকাজ শেষ করতে হবে।

হাইকোর্টে মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন করেন পল্লবী থানার তৎকালীন এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান। আদালতে তাঁদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান। বাদী পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী এস এম রেজাউল করিম ও বদিউজ্জামান তপাদার। মামলার বাদী নিহতের ভাই ইমতিয়াজ হোসেনকে আইনগত সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। আইনজীবী বদিউজ্জামান তপাদার বলেন, অভিযোগ গঠনের পর মামলাটি বাতিল চেয়ে পল্লবী থানার এএসআই রাশেদুল ও কামরুজ্জামান হাইকোর্টে আবেদন করেন। এর শুনানি নিয়ে গত বছরের মার্চে হাইকোর্ট রুল দিয়ে মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত করেন। হাইকোর্ট রুল খারিজ করে মামলার কার্যক্রমে দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছেন। ফলে পুলিশের ওই কর্মকর্তাসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতে মামলার কার্যক্রম চলতে আইনগত কোনো বাধা নেই।

https://www.thedailystar.net/city/news/no-bar-resume-trial-jonny-murder-case-hc-1708345

The Daily Star 12:00 AM, February 28, 2019 / LAST MODIFIED: 03:11 AM, February 28, 2019

DEATH IN POLICE CUSTODY

No bar to resume trial of Jonny murder case: HC

The High Court (HC) yesterday cleared the way for the lower court concerned to resume the trial against all accused including two suspended police officers in connection with Ishtiaq Ahmed Jonny murder case filed in February 2014.

The suspended police officers are then Assistant Sub-inspectors (ASI) of Pallabi Police Station Md Kamruzzaman Minto and Rashedul Hassan.

The bench of Justice M Enayetur Rahim and Justice Md Mostafizur Rahman also ordered the trial court to finish the proceedings within 180 days, as mentioned in Torture and Custodial Death (Prevention) Act, 2013.

The bench also rejected a petition filed by the accused Kamruzzaman and Rashedul seeking cancellation of proceedings against them.

According to the case statement, in February 2014, Jonny, his brother Imtiaz Hassan Rocky and three others were detained at Irani camp in Pallabi by a team of Pallabi police, led by SI Jahidur Rahman Khan. Jonny, 28, was allegedly tortured to death in police custody.

His brother Rocky filed a murder case against nine persons, including SI Jahidur on August 7, 2014.

Meanwhile, a metropolitan magistrate conducted judicial inquiry and found Jahidur and four others' involvement in Jonny's death.